দৈনিক ইনকিলাব

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন
কেন্দ্র

তারিখ 18 JAN 1989
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

38

29

শিক্ষাঙ্গনে

সার্বজনীন শিক্ষার গুরুত্ব

শিক্ষা অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে মানুষকে জ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত করে। বস্তুতঃ জ্ঞানই হল মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের মূল শক্তি। আর অজানাকে জানা বা আবিষ্কার করাই হল জ্ঞান। সেই অজানাকে জানা তথা জ্ঞানের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করার একমাত্র উপায় হচ্ছে শিক্ষা। তাই মনুষ্য জীবনকে শিক্ষা থেকে বিচ্ছিন্ন রাখা মানেই নিষ্ফল মনুষ্য জীবন ধারণ। আমরা যখন বলি, শিক্ষা সুযোগ নয়—অধিকার, তখন এই সত্যই উচ্চারণ করি।

একজন অশিক্ষিত মূর্খ ব্যক্তির নিকট থেকে দেশ ও জাতি কিছুই প্রত্যাশা করতে পারে না। কেননা অশিক্ষার অন্ধকারে নিমজ্জিত ব্যক্তির মনে কোন অযৌক্তিক বোধেরই সৃষ্টি হয় না। কিসে নিজের মঙ্গল এবং কি করলে অপরেরও মঙ্গল করা যায় এর কোনটাই অশিক্ষিত ব্যক্তির নিকট পরিজ্ঞাত নয়। তাই ঘরে ঘরে শিক্ষার আলো না জ্বালিয়ে কোন জাতিই বর্তমান উন্নতির সোপান স্পর্শ করতে পারেনি।

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নকামী দরিদ্র দেশ। পশ্চাৎপদতা এদেশের প্রতিটি ক্ষেত্রে। এই সর্বব্যাপী পশ্চাৎপদতা কাটিয়ে একটি সুখী এবং সমৃদ্ধিশালী দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে হলে এদেশের প্রতিটি নাগরিককে শিক্ষিত হওয়া প্রয়োজন। নইলে আমাদের উন্নয়নের সকল প্রচেষ্টাই পদে পদে বাধাগ্রস্ত হবে।

দেশের মানুষ শিক্ষিত না হলে তাদের আত্ম-সচেতনতার অভাব ঘটে। নিজেদের দারিদ্র্য এবং পশ্চাৎপদতার কারণ সম্পর্কে তাদের মনে কোন উপলব্ধির উদ্ভব ঘটে না। ফলে অশিক্ষিত জনগোষ্ঠী উন্নয়ন ও প্রগতির সঠিক নির্দেশনাসমূহ গ্রহণ এবং বাস্তবায়নে অসমর্থ হয়। কাজেই এক বিরাট অশিক্ষিত জনগোষ্ঠী নিয়ে উন্নয়নের পথে আমাদের অভিযাত্রা সফল হবার নয়। অতএব, দেশের সকল উন্নয়ন প্রচেষ্টা সফল করার অন্যতম পূর্বশর্ত হিসেবে ব্যাপক কর্মসূচীর মাধ্যমে বৃহত্তম জনগোষ্ঠীকে শিক্ষার আলোয় সচেতন করে তুলতে হবে।

প্রসংগত উল্লেখ্য যে, শুধুমাত্র বিদ্যালয় স্থাপন বা শিক্ষা বিস্তারের উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে এই বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে শিক্ষার আওতায় আনা সম্ভব নয়, সেই সঙ্গে অবশ্যই প্রয়োজন অশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে শিক্ষা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা এবং এর সুফল সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা এবং উপলব্ধি সৃষ্টি করা।

—ন, ম, জাহাঙ্গীর হোসেন।

বিয়ানী বাজারে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা

বিয়ানী বাজার উপজেলার ১২৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জীর্ণদশা, শিক্ষক স্বল্পতা ও অপ্রতুল বই সরবরাহের ফলে উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম দারুণভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। উপজেলার ১২৯টি বিদ্যালয়ের মধ্যে বেসরকারী বিদ্যালয় ১৪টি। প্রায় শতাব্দীকাল আগে প্রতিষ্ঠিত অনেক বিদ্যালয়ে অদ্যাবধি উন্নয়নের ছোঁয়া পর্যন্ত লাগেনি। কয়েকটি বিদ্যালয়ে উন্নয়নের নামে বিরাট ধরনের কারচুপির অভিযোগ পাওয়া গেছে। গজুকাটা ও লাংলাকুনা বিদ্যালয়গুলোর কোন নিজস্ব ঘর আজ পর্যন্ত গড়ে উঠেনি। বালিঙ্গা প্রাথমি বিদ্যালয়টি সম্পূর্ণ নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। এখনও বিদ্যালয়টির কোন ব্যবস্থা হয়নি। গ্রামের শিক্ষানুরাগী জনগণের দ্বারা পরিচালিত বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অনেকগুলো এখন বন্ধ হওয়ার উপক্রম। এছাড়াও প্রায় প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ে রয়েছে বিস্তর সমস্যা, ভবন ও আসবাবপত্র অপ্রতুল থাকায় এখানে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে দুই শিফটে ক্লাস করানো হয়। খেলার সরঞ্জাম ও মাঠের অভাবে কোন বিদ্যালয়েই ছাত্র-ছাত্রীরা লেখাপড়ার সাথে সাথে খেলাধুলা চর্চার সুযোগ পায় না। বিদ্যালয়গুলোতে টিউবওয়েল ও টয়লেট না থাকায় শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে।

উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক স্বল্পতায় ছাত্র-ছাত্রীদের লেখা-পড়া দারুণভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। উপজেলার প্রায় সাড়ে ৩৭ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর জন্য ৯২৫টি শিক্ষক পদ থাকার কথা হলেও মাত্র ৪৮৮টি পদ রয়েছে। এর মধ্যেও ৪৫টি পদ শূন্য।

—মোঃ আজিজুল পারভেজ